যায়যায়দিন

তারিখ ... ৮-৪-২০১২ ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম - ৭

রাবিতে ভর্তি পরীক্ষা সংস্কারের দাবি

রাবি প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি সংস্কারের দাবি তুলেছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, প্রগতিশীল ছাত্রজোট এবং ভর্তিচ্ছুরা। তারা বলেছেন, বর্তমান ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতিতে প্রশাসনের লাভের দিকটাই বিবেচনা করছেন, মোটেও পরীক্ষার্থীদের মেধা যাচাইয়ের দিকটা বিবেচনা করছেন না। এ ছাড়া অতিরিক্ত ফরমের মূল্য কমানোরও দাবি তুলেছেন তারা।

আগামী ১০ থেকে ১৪ নভেম্বর পর্যন্ত অনুষ্ঠিতব্য এই ভর্তি পরীক্ষা বিষয়ে রোববার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা উপকমিটির সভায় পরীক্ষার ফরমপূরণের তারিখসহ অন্যান্য বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। এই সিদ্ধান্তের একদিন আগে ভর্তিচ্ছু সাধারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে এসব দাবিতে প্রশাসন বরাবর স্মারকলিপি দেয় প্রগতিশীল ছাত্রজোট।

অপরদিকে ভর্তিচ্ছু শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং শিক্ষকরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা অনেকটা 'ব্যবসায়িক' মনোবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বলে অভিযোগ তুলেছেন। তারাও ভর্তি পরীক্ষা সংস্কারের দাবি করেছেন।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি অনুষদের ৪৭টি বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তির জন্য ১৬ ক্লাস্টারে (গুচ্ছ) বিভক্ত করে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

অন্যদিকে চলতি শিক্ষাবর্ষে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ ও ব্যাংকিং অ্যান্ড ইন্স্যুরেন্স দাবি : পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ৪

দাবি : রাবিতে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

নামক আরো দুটি বিভাগ খোলা হবে বলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছেন। স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, ঢাকাসহ বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র ৫টি ইউনিটে পরীক্ষা নেয়া হয়ে থাকে। এসব ভর্তি পরীক্ষার ফরমের মূল্য মাত্র ৩০০ টাকা। অথচ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু মানবিক শাখার সব কয়েকটি বিভাগ মিলে ভর্তি ফরমের মূল্য ২ হাজার ৯৭০ টাকা, বিজ্ঞান শাখায় ২ হাজার ২৫০ টাকা এবং বাণিজ্য শাখায় ৩৬৫ টাকা। একে শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ অভিহিত করে স্মারকলিপিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো ইউনিটভিত্তিক ভর্তি পরীক্ষা চালুর দাবি জানানো হয়। এ ছাড়া এসব পরীক্ষার ফরমের মূল্য অনধিক ৩০০ টাকা, আবেদনের যোগ্যতা বিজ্ঞান বিভাগে এসএসসি ও এইচএসসি মিলে জিপিএ-৮.০০, বাণিজ্য বিভাগের জন্য ৭.৫০ এবং মানবিক বিভাগের জন্য ৭.০০ পয়েন্টের বেশি না করার দাবি জানানো হয়।

স্মারকলিপি দেয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আয়াতুল্লাহ খোমেনী, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি সোহরাব হোসেন, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর সভাপতি সুমন অগাস্টিন সরেন এবং ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি গোলাম মোস্তফাসহ প্রগতিশীল ছাত্রজোটের অন্য নেতারা।

তথ্যানুসন্ধানে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মূলত আর্থিক লাভের দিক প্রাধান্য দিয়েই এই নতুন ভর্তি পদ্ধতি চালু করতে যাচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

২০১২-১৩ শিক্ষাবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮টি অনুষদভুক্ত ৪৯টি বিভাগের ৩৬১৫ আসনের বিপরীতে চলতি শিক্ষাবর্ষে আবেদন করেছে ২ লাখ ৪২ হাজার ২৬৪ জন শিক্ষার্থী।

ভর্তিচ্ছুদের সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে একই সময় ভর্তি পরীক্ষার স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রে ২ শিফটে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

গত বছর ১৬টি ইউনিটের মধ্যে এ-৩, বি, সি-১, ডি, ই, এইচ ইউনিটের পরীক্ষা ২ শিফটে একই সঙ্গে জোড়-বিজোড় রোল নাম্বারধারণকারী শিক্ষার্থীদের এই পদ্ধতির আওতায় পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়।

নতুন পরীক্ষা পদ্ধতিতে কারো মতামতের তোয়াক্কা করা হয়নি, এটি কেবল বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের একক সিদ্ধান্ত বলে অভিযোগ ভর্তিচ্ছু অভিভাবক, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও ছাত্র নেতাদের।

প্লাবন সরকার নামের বিজ্ঞান অনুষদে ভর্তিচ্ছু এক শিক্ষার্থী যায়যায়দিনকে বলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম। অন্য কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের নিয়ম নেই।

মেধা মূল্যায়নের আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি বলেন, সকালের শিফটে কোনো শিক্ষার্থী হয়ত সহজ প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা দিবে আর বিকালের শিফটে কোনো শিক্ষার্থী অপেক্ষাকৃত কঠিন প্রশ্নে পরীক্ষা দিবে, তা হতে পারে না।

ভর্তি পরীক্ষার্থী রিয়াদ হাসান বলেন, ধরা যাক জোড় রোলের প্রশ্নপত্র পরীক্ষার্থীদের কাছে অপেক্ষাকৃত সহজ হলো। তাহলে তারাই ভর্তির সুযোগ বেশি পাবে। বেজোড় রোলের পরীক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে। এর উল্টোটি ঘটলে জোড় রোলের শিক্ষার্থীরা বঞ্চিত হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত হটকারী ও বেআইনি বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি এ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিলের দাবি জানান।

প্রাণ-রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. আমীরুল ইসলাম বলেন, ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় মূলত মেধা মূল্যায়ন করার জন্য। অভিন্ন প্রশ্নপত্রের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের মাননির্ণয় সহজ। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বর্তমান পদ্ধতি অনেকটা একতরফা ও আর্থিক সুবিধা লাভের একটি কৌশল মাত্র।

তিনি আরো বলেন, স্থান সঙ্কুলান না হওয়ায় রাজশাহীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা গ্রহণের রেওয়াজ ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত সেন্টার ফি না দেয়ার অজুহাতে প্রশাসন মোটা অঙ্কে লাভবান হবে বলে তিনি মনে করেন।

ছাত্র ইউনিয়নের নেতা শিপন আহমেদ বলেন, গত শিক্ষাবর্ষে প্রশাসন হঠাৎ করে ভর্তি ফরমের মূল্য বৃদ্ধি করেছিল। তাদের আন্দোলনের কারণে এবার ৫০ টাকা কমানো হয়েছে।

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে, তা অকল্পনীয়। প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর মেধা মূল্যায়নের বিপরীতে এই পদ্ধতি কেবল তাদের ভোগান্তিই বাড়াবে। ছাত্রদলের আহ্বায়ক আয়াকাত রেজা আশিক বলেন, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিষেধাজ্ঞা জারি, একতরফা সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশাসন শিক্ষার্থীদের ক্ষতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

রাবি উপাচার্য অধ্যাপক মিজান উদ্দিন যায়যায়দিনকে শনিবার বিকালে বলেন, ভর্তি পরীক্ষার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত রোববার নেয়া হবে। সেখানে নতুন বিভাগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।